তারিখ 14 JUN 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

যুগান্তর

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমির সঠিক পরিসংখ্যান নেই

খুলনা ব্যুরো

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত জমি কতটুকু তা নিয়ে ভিন্ন মত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জমির সঠিক পরিসংখ্যান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছেও নেই। এমনকি জমি অধিগ্রহণকারী জেলা প্রশাসনের কাছে তাৎক্ষণিক কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। এ অবস্থার কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর ও বাইরের সুযোগসন্ধানী একাধিক চক্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি নানা কৌশলে নিজেদের দখলে নিয়েছে এবং অনেকেই দখল নিতে তৎপরতা চালাচ্ছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলতি বছর প্রকাশিত ডায়েরিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট জমি ১০৫ দশমিক ৭৫ একর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই একই তথ্য জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের উপ-পরিচালক এসএম আতিয়ার রহমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. মোঃ মাকসুদুল মান্নানের এ ব্যাপারে কোন তথ্য জানা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রার ও সম্পত্তি শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত মোহাঃ আলী আকবর বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট জমির পরিমাণ ১০৪ একর। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় সীমানার মধ্যে এই জমির চেয়ে বেশি যে জমি রয়েছে তার দলিলনামা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নেই। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক মোঃ জহিরুল হক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জমির পরিমাণ ১০৫ একর। খুলনা জেলা প্রশাসনের সম্পত্তি শাখা থেকেও এ পর্যন্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কি পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। পুরনো কয়েকটি ফাইলই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে এই জমির সঠিক পরিসংখ্যান তারা বলতে পারছে না বলে এ প্রতিবেদককে জানানো হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় ৯৬ দশমিক ৯০ একর অধিগ্রহণকৃত জমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে খুলনা জেলা প্রশাসন। এরপর সেখানে থাকা তৎকালীন খুলনা আর্ট কলেজের আরও ৫ একর জমি জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়। যা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বুঝিয়ে দেয় জেলা প্রশাসন। পরবর্তী সময়ে ২০০০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সময়ে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আরও কিছু জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এ সময়ে বেশ কিছু জমির ব্যাপারে মামলা হয়। যার কয়েকটি এখনও উক্ত আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এরপর ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জেলা প্রশাসন থেকে আরও ৫টি দাগে ৪ দশমিক ৪৩৩৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। যা এখন হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই অধিগ্রহণকৃত জমির মধ্যে ২টি দাগের জমি নিয়ে মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। সর্বশেষ জেলা প্রশাসনের অধিগ্রহণকৃত জমির পরিসংখ্যানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রার ও সম্পত্তি শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত মোহাঃ আলী আকবরের দেয়া তথ্যেরও গরমিল রয়েছে। তিনি জানান, সর্বশেষে মাত্র ১ দশমিক ৩২ একর জমি অধিগ্রহণ করার কথা।

প্লট আকারে বিক্রির অভিযোগ!

প্লট আকারে জমি বিক্রির ঘটনায় বিভিন্ন মহল ক্ষুব্ধ : দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে এবং প্রশাসনের দায়িত্বহীনতার সুযোগ নিয়ে একটি প্রভাবশালী চক্র বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) জমি কৌশলে প্লট আকারে বিক্রি করার চাঞ্চল্যকর তথ্য বুধবার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসন নড়েচড়ে উঠেছে। জেলা প্রশাসন থেকে জমি মাপার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এ প্রক্রিয়া যে কোন মূল্যে প্রতিহত করা হবে বলে জানিয়েছে। অপরদিকে জমি বিক্রির সঙ্গে জড়িত চক্রটি ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে বিভিন্ন মহলে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছে। এ অবস্থার মধ্যে প্লট কিনে যারা অর্থ ব্যয় করেছেন তারাও বিষয়টি নিয়ে বিপাকে পড়েছেন। বুধবার সংবাদ প্রকাশের পর বিভিন্ন মহল ফোনে এ প্রতিবেদককে জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সীমানা প্রাচীর ভেঙে যাওয়ার পর সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় আড়াই বিঘা জমি ভূমিদস্যুরা দখলে নেয়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছে।

মাটি ভরাট বন্ধে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ : এদিকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, ট্রেজারার ফকির আবু হোসেনসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নতুন হস্টেল সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিম সীমানা এলাকা পরিদর্শন করেছেন। তারা সেখানে দেখতে পান সংলগ্ন খুলনা রেডিও সেন্টারের প্রাচীর এলাকার মধ্যে কে বা কারা মাটি ভরাট করছে। প্রো-ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পশ্চিম সীমানা এলাকা নির্ধারণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি অধিগ্রহণ বা ক্রয়ের বিষয় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মাটি ভরাটসহ কোনরূপ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ যাতে না হয় সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দেন।